০৪-০৩-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মনোরঞ্জক কাহিনীর পরিবর্তে সকলকে রুহানি কথাই শোনাতে হবে , সবাইকে এই রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে । "

প্রশ্ন :- সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্য কোন্ গুণ আবশ্যক ?

উত্তর : - নিরহংকারিতার গুণ । মহাবীরের (হনুমান) বিষয়ে দেখানো হয় , যেখানেই সত্সঙ্গ হত , সেখানে সে জুতোর উপর বসে পড়ত। কারণ তার কোনো দেহ - অভিমান ছিল না, কিন্তু এর জন্যও সাহসের প্রয়োজন । তোমরা যে কোনো পোশাক পড়ে যে কোনো সত্সঙ্গে গিয়ে শুনতে পারো । গুপ্ত বেশে গিয়ে তাদের সেবা করতে হবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । এই হলো উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের মহিমা । ঈশ্বরই বলো বা পরমপিতা পরমাত্মা বলো , শুধুমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান বললে পিতা বলে বোঝা যায় না, তাই পরমপিতা পরমাত্মা বলা উচিত । তিনিই এই মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা । এখন উঁচুর থেকে উঁচু বাবা এসে আমাদের কি বলেন ? তিনি বলেন যে পতিত মানুষ আমাকে ডাকতে থাকে যে এসে আমাদের পবিত্র বানাও । পাবন কথার অর্থ হলো পবিত্র । পতিত - পাবন একমাত্র ভগবানকেই বলা হয় । বরাবরই তিনি অবশ্যই এসে থাকেন । ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করা হয় তাই তিনি অবশ্যই আসেন । কিন্তু যখন ভক্তদের ভক্তির ফল দেবার প্রয়োজন হয় , তখনই তিনি আসেন । ফল দেওয়া অর্থাত্ বর্সা বা সম্পত্তি দেওয়া , তাঁর জন্য খুবই সহজ কাজ । তিনি এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি দিতে পারেন । এই কথাও বলা হয় যে রাজা জনক এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । একজনের নামই গাওয়া হয়ে থাকে । এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাত্ সুখ - শান্তি পাওয়া । মানুষ বলেও থাকে যে শান্তি , সুখ আর অনেক বেশী আয়ু চাই । ছোটো অবস্থায় কারোর মৃত্যু হলে বলা হয় যে অকালে মৃত্যু হলো । পুরো আয়ু কাটাতে পারল না । এখন বাবা যা কিছুই করে গেছেন তারই গায়ন আছে । সেকেন্ডে যদি জীবনমুক্তি হয় তাহলে অবশ্যই আগে জীবনবন্ধ অবস্থায় ছিল । জীবনবন্ধ অবস্থা কলিযুগের অন্ত সময়কে আর জীবনমুক্ত অবস্থা সত্যযুগের আদি সময়কে বলা হয় । বলা হয় যে জনক রাজা তাঁর গৃহস্থ জীবনে থেকেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন ।

বাবা বোঝান যে বিষয় হল দুটো -- এক রাজযোগ আর দ্বিতীয় হলো জ্ঞান । ভারতের প্রাচীন রাজযোগ তো বিখ্যাত । প্রাচীন অর্থাত্ প্রথমের দিকে , কিন্তু কবে ? এই কথা মানুষ জানে না কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে । ভারতের প্রচীন জ্ঞান আর যোগ তো সবাই চায় যার দ্বারা ভারতই স্বর্গ হতে পারে । এখন ভারত খুবই দুঃখী হয়ে গেছে । আগে ভারতে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল । এখন তা আর নেই কিন্তু সকলেই তাকে স্মরণ করে যে রাজযোগ আর জ্ঞান কে দিয়েছেন ! এই কথা কেউ জানে না । না হলে বাবার থেকে বর্সা নিতে বাচ্চাদের কোনো পরিশ্রম হবে না । বাবার হতে পারলেই এই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য হবে । তবুও মাতা ,পিতা এবং শিক্ষকের থেকেও তোমরা শিক্ষা পাও । তোমাদের মুক্তিও চাই তাই তোমরা শুরু করো । কিন্তু এই জীবনমুক্তি কখনোই কেউ দিতে পারে না । যখন জীবনবন্ধ অবস্থার অন্ত সময় আসবে এবং জীবনমুক্তির আদি শুরু হবে

ঠিক তখনই জীবনমুক্তি দাতা আসবেন । মানুষ কেবল এই কথাই শুনেছে যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে রাবণ রাজ্য থেকে রাম রাজ্য বা পতিত থেকে পবিত্র । কিন্তু তা কিভাবে আসে সেই কথা কেউ জানে না । বাবা তোমাদেরই আত্মাদের সাথেই কথা বলেন । এ হলো এক রুহানি শিক্ষা যা সুপ্রীম রুহ (আত্মা) দিয়ে থাকেন । দুনিয়াতে সমস্ত মানুষই শাস্ত্র পড়ে থাকে । তারা বলে অমুক মহাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছেন । এ হলো প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞান যা পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছিলেন ৫ হাজার বছর আগে , যার দ্বারাই তোমরা দেবী দেবতা হয়েছিলে । এখন তা প্রায় লোপ হয়ে গেছে । যদি লোপ নাই হয় তবে তিনি আবার কেমন করে শোনাবেন ? মানুষ যদি পতিত না হয় তাহলে পতিত - পাবন বাবা কি করে আসবেন ? এই পতিত হতে ৮৪ জন্ম নিতে হয় । এর সারা বিস্তারও বাবা বুঝিয়ে বলেন । বর্ণও তিনিই বুঝিয়ে বলেন । ব্রহ্মাকে যখন চাই তখন তাঁর বাবাকেও চাই । ব্রহ্মা , বিষ্ণু বা শংকর এই তিনজনের বাবাই হলেন শিব । এখন তিনি ব্রহ্মার দ্বারা এই প্রাচীন জ্ঞান দিচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে এবং ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে পারবে । ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ থেকে তোমরা দেবী দেবতা ধর্মের হতে চলেছো । তাই সবার প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই । কৃষ্ণকে তো প্রজাপিতা বলা যাবে না । এইসব উল্টো কথা বানানো হয়েছে । শাস্ত্রে বলা আছে কৃষ্ণের অনেক রাণী ছিলো , অনেক সন্তান ছিল , এ সবই ভুল কথা । বাস্তবে এ সবই ব্রহ্মার সন্তান , কৃষ্ণের নয় । ব্রহ্মাই কৃষ্ণ হয় । ব্যস , এই এক জন্মের উথাল পাথাল মানুষকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । গীতার ভগবান কৃষ্ণকে বলে শিবের নাম উড়িয়ে দিয়েছে । সবাই বলে যে ব্রহ্মার তিন মুখ ছিলো , মানুষ কতো দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে গেছে । রচয়িতা শিবকেই ভুলে গেছে । রচয়িতাই এসে বলেন যে আমরা কিভাবে দেবী - দেবতা ধর্মের রচনা করি । এমন নয় যে পরমাত্মা সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেন । পরমপিতা পরমাত্মাকেই মানুষ ডাকে যে হে পতিত - পাবন , তুমি এসে আমাদের পতিত মানুষদের পবিত্র বানাও । দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে এই সময় রাবণ রাজ্য চলছে । তারা রাবণের বড় বড় গল্প বসে শোনাতে থাকে । একে বলা হয় ভক্তির মনোরঞ্জক কথা (কাহিনী) আর এই শ্রীমতের কথা হলো রুহানি কথা । এই সময় সব সীতারা (ভক্তরা) রাবণের জেলে বন্দী আর এই রাবণরাজ্যে তারা খুবই দুঃখী । এখন সকলকেই এই রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করতে হবে । এখন বাবা এসেছেন , বলছেন বাচ্চারা , তোমাদেরই ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমাকেই তোমরা ডাকো যে হে দুখহর্তা , হে সুখকর্তা এসো । এ আমারই নাম । এই কলিযুগে অপার দুঃখ । আর সত্যযুগে হলো অপার সুখ । আবার সেই অপার সুখের বর্সা দেবার জন্যই তোমাদের রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাচ্ছি । এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । মানুষ তো এই বিনাশকে খুব ভয় পায় । তারা ভাবে যে মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া বন্ধ করে তবেই এই দুনিয়ায় শান্তি আসবে ।কিন্তু এতো ধর্মের মধ্যে শান্তি কি করে আসবে ? বাবা বুঝিয়ে বলেন যে এখন যে এতো সব ধর্ম আছে - তা আগে ছিলো না , যখন এক ধর্ম ছিল তখনই সুখ শান্তির রাজ্য ছিলো । এখন সবাই চায় মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে । মন কি জিনিস আগে সেটা বোঝো । আত্মার মধ্যেই মন বুদ্ধি আছে । মানুষের মুখ কথা বলে । চোখ কোনো কিছু দেখে । সব মিলিয়ে বলা হয় মানুষ দুঃখী । কাউকে এই কথা বোঝানো খুবই সহজ যে বাবাকে স্মরণ করো আর তার বর্সাকে স্মরণ করো । তারপর ঝাড় আর এই বিশ্বনাটককে বোঝাতে হয় , যারজন্য এইসব ছবি বানানো হয়েছে । কেবলমাত্র " মনমনাভব " এই কথা বোঝানোর জন্য ছবির দরকার হয় না । চিত্র সম্বন্ধে বোঝতেও এক ঘন্টা লেগে যায় । প্রাচীন রাজযোগ ভগবান শিখিয়েছিলেন যার ফলে রাজত্ব পাওয়া গিয়েছিলো । কিন্তু কোনো মানুষই রাজযোগ শেখাতে পারে না । বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । কিন্তু এই ডিটেল কথা যতক্ষন না কাউকে

বুঝিয়ে বলা যাবে ততক্ষণ বুদ্ধি খুলবেই না । সৃষ্টি চক্রকে বুঝতেই পারবে না । কেউ যদি নাটক দেখে আসে তাদের মাথায় নাটকের আদি থেকে অন্ত অবধি ঘুরতে থাকে, বলার জন্য তারা এটাই বলে যে আমরা নাটক দেখে এলাম । তোমরাও এই কথা বলো যে আমরা এই নাটককে জানি । কিন্তু ডিটেল তো অনেক । বাবার থেকে সুখ শান্তির বর্সা পাওয়া যায় তারপর বুদ্ধিতে চক্রও থাকে । প্রতি মুহূর্তেই এই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে হবে । এই জ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণরাই পায় যারা দেবতা হতে পারে । ব্রহ্মার থেকেই বিষ্ণু আবার বিষ্ণুর থেকেই ব্রহ্মা । তোমরা যারা দেবী - দেবতা ছিলে তারাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে ব্রাহ্মণ হয়েছো । হদের বাবা কেবল জন্ম দেন আর পালন করেন । তিনি তো বিনাশ করেন না । বিনাশের অর্থ হলো সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াই থাকবে না । সম্পূর্ণ রাবণ রাজ্যেরই বিনাশ হতে হবে । নাহলে রামরাজ্য কিভাবে হবে ? সত্যযুগে রাবণকে জ্বালানো হয় না । ভক্তিমার্গের কোনো কথাই জ্ঞানমার্গে থাকে না । তোমরা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে প্রালব্ধ ভোগ করো । তাকে বলা হয় জ্ঞানের প্রালব্ধ , আর একে বলা হয় ভক্তির প্রালব্ধ । এখানে অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ । প্রথমে ভক্তি অব্যভিচারী ছিলো তারপর ব্যভিচারী হতে হতে সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে যায় । সদ্গতিদাতা কেবলমাত্র শিববাবা , এই কথা তো মানুষকে বোঝাতে হবে যে বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । বাবাকে স্মরণ করলে আর স্বর্গের বাদশাহী পেলে তারপর কিভাবে নরকে এলে , এইসব কথা তোমাদের বসে বোঝানো হয় । এখন তোমাদের সারা সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান হয়েছে । তোমরা এই সময় ত্রিকালদর্শী হচ্ছো । দুনিয়ার মানুষকেও তোমরা বলবে যে দেবতারাও ত্রিকালদর্শী ছিলো না । তাহলে বলবে তখন কারা ছিলো ? কারণ এই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের তো কেউই জানে না । এই কথা বলা হয় যে যেখানেই সত্সঙ্গ হতো , সেখানেই হনুমান গিয়ে জুতোর উপর বসে পড়তো । এই কথা মহাবীর হনুমানের জন্য কেন বলা হয়েছে ? কেননা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনো দেহ - অভিমান থাকে না । সত্সঙ্গে যদি এমন কোনো কথা আসে তোমরা বলতে পারো যে প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি নিতে হলে অমুকের কাছে যাও । যিনি বোঝাবেন তাকে অনেক বাহাদুর আর নিরহংকারী হওয়া চাই । সামান্যতম দেহ - অভিমান যেন না থাকে । যেখানেই যাও , সময় পেলে তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলা উচিত । যদি মজবুত হয় জ্ঞানে তাহলে এই ভাষণ করতে পারবে যে কিভাবে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তো এই জীবনমুক্তি কেউ দিতে পারবে না । এই কথা মহাবীরই বুঝিয়ে বলতে পারবে । শোনার জন্য কোনো বাধা নেই , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তোমরা বাচ্চারা অনেক সেবা করতে পারো । তোমরা বলো রাজযোগ শিখতে হলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাও । আগে তোমাদের অনেক নাম হবে । অনেক মানুষ এখানে আসবে । এখন তো অল্প আছে । তোমাদের নামে ভাগিয়ে নিয়ে আসার কথাও আসবে । কৃষ্ণের নামে ভাগিয়ে আনার কথা ছিলো , কিন্তু ভাগিয়ে নেবার কোনো কথাই নেই । শিক্ষক কি কখনো পড়ানোর জন্য ভাগিয়ে নিয়ে আসে । যারা এই সেবার কাজ করবে তাদের অনেক বিচার সাগর মন্থন করতে হবে আর অনেক বাহাদুর হতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সমস্ত ভক্তি রূপী সীতাদের রাবণের জেল থেকে ছাড়াতে হবে । এক সেকেন্ডে মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে ।

২) বাবা এবং তার বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করতে হবে । দেহ – অভিমান ছেড়ে মহাবীর (হনুমান) হয়ে সেবা করতে হবে । বিচার সাগর মন্থন করে সেবার নতুন নতুন যুক্তি বের করতে হবে ।

*বরদান :- দেহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের যে কোনো সুক্ষ্ম ধাগাকেও সমাপ্ত করে উড়তি কলায় উড়তে থাকা সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও *।

ফরিস্তার অর্থ হল যার পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই । তোমরা সূক্ষ্ম রূপে নিজেকে চেক করো যে এই সুতোর অংশমাত্রও তোমাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে না তো ? কেননা যদি কোনো জিনিস ভালো লাগে তবে তা নিজের দিকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে । কেউ কেউ বলে যে ইচ্ছে নেই তবুও ভালো লাগে । তাই ইচ্ছে হলো মোটা সুতো আর ভালো লাগা হলো সুক্ষ্ম সুতো। এখন একেও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও ।

স্লোগান :- মনের দ্বারা শক্তির আর কর্মের দ্বারা গুণের দান করে মহাদানী হতে হবে ।